সূচিপত্র

শ্রীচৈতন্যদেবের ঔদার্যলীলা
শ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ ১৩
ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ মহারাজ ১৬
MAHAPRABHU–THE CREATOR OF GREAT HUMAN SOCIETY
জ্যোতির্ময় নন্দ ২৬
'দেহি পদপল্লবমুদারম্' : গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শনে ভক্তি
দিলীপকুমার মোহান্ত ৩০
শাক্ত পদাবলীতে বৈষ্ণব প্রভাব
সত্যবতী গিরি ৬১
সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম : তাত্ত্বিকতা ও গোষ্ঠীকথা
সনৎকুমার নস্কর ৬৯
বর্ধমানের পত্রপুষ্পে বৈষ্ণব কুসুমাঞ্জলি
সুব্রতকুমার পাল ৯১
বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব : বৈষ্ণব পদাবলী পাঠের ভূমিকা
লায়েক আলি খান ১১৩
রাধাকৃষ্ণ কথা : ধারাবাহিকতা ও নবনির্মাণে
মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় ১২৪
যদি নিতাই না হত কেমনে কি হত?
গোরাচাঁদ ভট্টাচার্য ১৪৬
বৈষ্ণব ভাবান্দোলনে কীর্তনের স্থান
সুমন ভট্টাচার্য ১৬৪
MAHAPRABHU SRI CHAITANYA WITH THE MESSAGE OF ASSIMILATION
চৈতন্যময় নন্দ ১৭২
বাংলা কীর্তনে বৈষ্ণব পদাবলীর অষ্টনায়িকা-প্রকরণের প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য
কঙ্কণা মিত্র (রায়চৌধুরী) ১৭৬
শ্রীমতী রাধার প্রকৃতি ও স্বরূপ অঙ্কনে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস
ইয়াসমীন আরা লেখা ১৯৭
বৈষ্ণবীয় মানবতা ও সম্প্রীতি দর্শনে স্নাত রবীন্দ্রমনন ও তাঁর ছোটগল্প
আব্দুর রহিম গাজী ২০২

চণ্ডীদাসের রাধা : বিহঙ্গ দৃষ্টিতে
সত্যজিৎ ধর ২২১
নীলাচলে হরিদাস
বৈষ্ণবী তৃষা বসু ২৩৩
বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্ব
পরমেশ আচার্য ২৪৬
বৈষ্ণব পদাবলী : একটি লৌকিক পাঠ
সৌগত চট্টোপাধ্যায় ২৫২
মধ্যযুগের সাহিত্যচর্চায় শঙ্করীপ্রসাদ বসু
শেখর রায় ২৬১
আধুনিক বাংলা কবিতায় কৃষ্ণ-কথার প্রভাব
সঞ্জয় প্রামাণিক ২৮০
শ্রীমতী রাধার প্রকৃতি ও স্বরূপ অঙ্কনে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস
নূর মোহাম্মদ মল্লিক ২৯৭
মহাপ্রভু কেন বলেছিলেন প্রেম প্রয়োজন
রাধাবিনোদিনী বিন্তি বণিক ৩০৩
বৈষ্ণব পদাঙ্গনে নিসর্গ প্রকৃতির রামধনু
অনির্বাণ সাহু ৩১০
বৈষ্ণব দর্শন : রবীন্দ্র চেতনার বিবর্তনে
পায়েল হালদার ৩২৯
বৈষ্ণবতা ও কাজী নজরুল
অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩৭
বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শে সুনীলের 'রাধাকৃষ্ণ'
রিয়া চ্যাটার্জী ৩৫৫
Gaudiya Vaishnavism in the West : Contributions of
Dr. Mahanambrata Brahmachari
ইন্দুলেখা গুহ ৩৬৯
যুগপুরুষ নিত্যানন্দ
বিবেক ঘোষাল ৩৭৯
মহাপ্রভুর সন্ন্যাসে কতিপয় পদকর্তার বিরহের পদ
রূপালী দাস ৩৮৪
ইতিহাসের ধারায় শ্রীপাট কৈয়ড় এবং বেদগর্ভ ঠাকুরের মদনগোপাল
শ্যামসুন্দর রায় ৩৯৫
লেখক পরিচিতি ৪১১

শ্রীমতী রাধার প্রকৃতি ও স্বরূপ অঙ্কনে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস

ইয়াসমীন আরা লেখা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম গৌরব বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে এ অমর কবিতাবলীর সৃষ্টি এবং বাংলাদেশের শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণব মতবাদের সম্প্রসারণে এর ব্যাপক বিকাশ। কবি জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বৈষ্ণব গীতিকবিতার ধারা প্রবাহিত হলেও প্রকৃতপক্ষে ষোল সতের শতকে এই সৃষ্টিসম্ভার প্রাচুর্য ও উৎকর্ষপূর্ণ ছিল।

চৈতন্যদেবের মৃত্যুর ষোল শতকের শেষার্ধে পদাবলী সাহিত্যের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়। বৈষ্ণব সমাজ শ্রীচৈতন্যদেবকে কৃষ্ণের অবতার বিবেচনা করে তাঁর প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে পড়ে এবং ভক্ত কবিগণ তাঁর ভাবাদর্শ কাব্যে রূপায়িত করে পদাবলী সাহিত্যের ঐশ্বর্য যুগের সৃষ্টি করেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস পদাবলীর যে দুটি স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন করেছিলেন পরবর্তী কবিগণ মোটামুটি তাই অনুসরণ করেছেন। জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস এই পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জ্ঞানদাস

চৈতেন্যোত্তর যুগের কবি-শ্রেষ্ঠদের মধ্যে প্রথমেই স্মরণীয় পদকর্তা জ্ঞানদাস। সম্ভবত ষোল শতকে বর্ধমান জেলায় তাঁর জন্ম। বৈষ্ণব পদাবলীর গীতিকবিতা গুণ নিয়ে একালে নানা জল্পনা করা হয়; অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বাসের অতি আরোপণ প্রভাবে কবির মন্ময় আবেগের স্ফূরণ অবারিত হতে পারেনি বলেই বৈষ্ণব পদের লিরিকগুণের সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গ। জ্ঞানদাসের কাল সেই স্বাচ্ছন্দ বিকাশের সর্বাপেক্ষা অনুকূলে ছিল। তাঁর ব্যক্তি প্রতিভা ছিল শিল্প-সুষমার ধ্যানতন্ময়। ফলে চৈতন্য-প্রভাবিত বৈষ্ণব কবিতার ইতিহাসে জ্ঞানদাস শ্রেষ্ঠ গীতিকবি,— শ্রেষ্ঠ কলাশিল্পী।

জ্ঞানদাস বাংলা, ব্রজবুলি ও বাংলা ব্রজবুলি-বিমিশ্র তিন রকমের ভাষাই ব্যবহার করেছেন। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদের সংখ্যাই অধিক। কিন্তু যে সব পদের গুণে জ্ঞানদাস চৈতন্যোত্তর পদকর্তাদের মধ্যে অতুল্য, তার প্রায় সবগুলো বাংলা ভাষায় লেখা। ভাবের নিবিড়তা ও প্রকাশভঙ্গির সাবলীলতাই এসব পদের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ফলে আক্ষেপানুরাগ, রূপানুরাগ ইত্যাদি নিবিড় উপলব্ধি বেদ্য বিষয়ের পদ রচনাতেই জ্ঞানদাসের প্রতিভার স্ফূর্তি ঘটেছে বেশি। এই কারণেই বিদগ্ধ সমালোচকদের কেউ কেউ জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের সার্থক উত্তরসূরি বলে অভিহিত করেছেন। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার আস্বাদনে জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস একই ভাব রসের কবি। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার শিল্পী হিসাবে চণ্ডীদাস ছিলেন গভীরতম প্রাণ বেদনার গীতিকার, আর জ্ঞানদাস ঐ একই প্রাণ-বেদনার সার্থক রূপদক্ষ শিল্পী। একজন স্বভাব শিল্পী অন্যজন চারু শিল্পী।

জ্ঞানদাস ছিলেন শিল্পী আর চণ্ডীদাস সাধক। জ্ঞানদাস রাধার বেদনাকে পরিস্ফুট করে তুললেও তাকে হর্ষোৎফুল্ল মিলন ব্যাকুলা সুরসিকা নায়িকা হিসেবেই রূপ দিয়েছেন। জ্ঞানদাস চৈতন্য পরবর্তী কবি বলে ভাবের বৈচিত্র্য দেখিয়েছিলেন। ধর্মীয় সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে জ্ঞানদাস যে লিরিক প্রেমবেদনার বিশিষ্ট অনুভূতির রূপ দিয়েছিলেন তাতেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। বিরহের মর্মস্পর্শী আর্তি ফুটে উঠেছে জ্ঞানদাসের কবিতায়-

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ-পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।
সই কি আর বলিব।
যে পণ কর‍্যাছি মনে সেই সে করিব।।
রূপ দেখি হিয়অর আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে।। (জ্ঞানদাস-৬১)

এ কেবল কৃষ্ণ বিলাসিনী রাধারই প্রাণের কথা নয়, কাব্যরস পিয়াসী জ্ঞানদাসেরও প্রাণের কথা।

জ্ঞানদাস কেবল ভক্ত ভাবুক কবি ছিলেন না। গভীরভাবে তিনি জীবন-সম্পৃক্তও ছিলেন, ফলে তাঁর কবিতায় রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের অলৌকিক নির্যাস লোকায়ত বাণীরসে অভিনব আকার ধরে প্রকাশ পেয়েছে—

আলো মুঞি কেন গেলুঁ কালিন্দীর জলে।
কালিয়া নাগর চিত হরি নিল ছলে।
রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।।
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান।
অন্তরে অন্তর কাঁদে কি বা করে প্রাণ।।
জাতি কুল-শীল সব হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল।। (জ্ঞানদাস-৬০)

পরিপাটি বিন্যাস, মুক্ত কল্পনা আর গভীর জীবন-প্রীতির সূত্রে জ্ঞানদাস উৎকৃষ্ট বাংলা কবিতাটিতে অলৌকিক প্রেম ভাবনার গহনে লোকায়ত প্রেমের রহস্য রসসম্পর্ক নিবিড় করে তুলেছেন। তাঁর কবি প্রতিভার অনন্যতা এইখানে।

গোবিন্দদাস

ইতিহাসের কালানুক্রমে জ্ঞানদাসের পরবর্তী স্তরে শ্রেষ্ঠ চৈতন্যোত্তর কবিরূপে গেবিন্দদাস কবিরাজ মুখ্যভাবে স্মরণীয়। ষোল শতকের আনুমানিক চার দশকে শ্রীখণ্ডের মাতুলালয়ে গোবিন্দদাসের জন্ম হয়। তিনি প্রায় সাতশত পদ রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে কিছু বাংলা পদ থাকলেও অধিকাংশ পদ ব্রজবুলিতে রচিত। বিদ্যাপতি ভাবাদর্শে তিনি বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিদ্যাপতির অলংকার ও চিত্রকল্প তাঁকে বিমুগ্ধ করেছিল। তিনি ছিলেন বিদ্যাপতির ভাব-ভাষার একান্ত উত্তরসূরি। তিনি গোষ্ঠীগত ঐতিহ্য সমৃদ্ধি, ব্যক্তিগত প্রতিভার চমৎকৃতি ও দুর্লভ অনুভূতি নিবিড়তার সুমিতি-গুণে নামে বৈষ্ণব পদ সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি সিদ্ধিকে অতিক্রম করে যেতে পেরেছিলেন। শ্রীভূদেব চৌধুরী গোবিন্দদাসকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কিন্তু গোবিন্দদাস বিদ্যাপতি থেকে ভিন্ন। বস্তুত চৈতন্য-জীবন ও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব সাধনার সমগ্র ঐতিহ্যটিকে স্বীকৃত করে নিয়ে, সেই ঐতিহ্যের প্রতিভারূপেই যেন গোবিন্দদাস কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। ফলে, ভাবে-ভাষায়, চিন্তা-উপলব্ধি এবং উপভোগের বিস্তার-বৈচিত্র্য-ভারে তাঁর কবি প্রতিভা পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গোবিন্দদাসের পদাবলীতে ব্যক্তি কবির বাণীকে ছাপিয়ে একটি সমগ্র যুগের যৌথ সাধনা যেন কথা বলে

উঠেছে,— তাঁর রচনা একটি যুগের সামগ্রিক সাধনা ও উপলব্ধির বাঙ্ময় প্রকাশ। এখানেই বিদ্যাপতির সাথে গোবিন্দদাসের মৌলিক পার্থক্য। বিদ্যাপতির পদে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উপলব্ধির মাধ্যমে ব্যক্তি—মানসের শৈল্পিক প্রকাশ; গোবিন্দদাসের রচনায় কবি ব্যক্তির মানসাশ্রয়ে উদ্ভূত যুগবাণী ও যুগ সাধনার সুষমাময় সামগ্রিক অভিব্যক্তি।

গোবিন্দদাস বৈষ্ণব ধর্ম এবং অলংকার শাস্ত্রের নির্দেশ ও পূর্বাদর্শ সম্পূর্ণ আত্মস্থ করেছিলেন,—তাকে জারিত করে নিয়েছিলেন আপন কবি ধর্মের জারকরসে, তারই-আরোপণ ও স্বাতন্ত্র্যের এক আশ্চর্য সংহত সমন্বয় সাধিত হয়েছিল তাঁর রচনায় যার সবটুকুই গোবিন্দদাস কবিরাজের ব্যক্তিগত সিদ্ধির পরিচয়। বস্তুত তাঁর কাব্যে শিল্পীর ব্যক্তি-প্রাণ-চেতনার সঙ্গে চৈতন্য-ঐতিহ্যের চেতনাও যুগপৎ আত্মপ্রকাশ করেছে। গোবিন্দদাসের রাধা বলেন-

'মম হৃদয় বৃন্দাবনে কানু ঘুমায়ল
প্রেম-প্রহরী রহু জাগি...।।'

এ কথা আসলে গোবিন্দদাসেরও আত্মার বাণী। অসাধারণ গভীর ঐকান্তিকতা বশে শিল্পী তাঁর হৃদয়ে কানুর চিরন্তন বিশ্রাম-বেদী-নিত্য-বৃন্দাবন রচনা করেছেন, আপন প্রেমময় কবি চেতনাকে সদাজাগ্রত প্রহরীরূপে রক্ষা করেছেন সেই-প্রেম-দেউলের দ্বারে। কানুর প্রশান্ত-নিদ্রাটি যেন ভেঙে না যায়। গোবিন্দদাসের প্রায় সকল কবিতাতেই নিষ্ঠা—বিশ্বাসপূর্ণ এই প্রেমানুভব নিত্য বৃন্দাবনের বংশীল ধ্বনির সুরটিকে যেন অনুরণিত করেছে। এই প্রশান্ত বিশ্বাস এবং সুধীর নিষ্ঠা ব্রজবুলির চঞ্চল ছন্দ সংস্কারে যেন মন্ত্রের সুর মূর্ছনা জাগ্রত করেছে—

নন্দন-নন্দন চন্দন-চন্দন
গন্ধ-নিন্দিত-অঙ্গ।
জলদ-সুন্দর কম্বু-কন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর-ভঙ্গ।।
প্রেম-আকুল গোপ-গোকুল।
কুলজ-কামিনি-কান্ত।
কুসুম-রঞ্জন মঞ্জু-বঞ্জুল
কুঞ্জ-মন্দির সন্ত।। (গোবিন্দদাস -১৩)

এভাবে ব্রজবুলির ছন্দ ঝংকার সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র মন্থন করা শব্দ এবং অর্থালঙ্কারের সমৃদ্ধি,-চিত্ত চমৎকারী রূপসুষমা,-বিদ্যাপতি-প্রতিভার

সকল বৈশিষ্ট্যই রয়েছে এই পদে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি আছে একটি বহু বিস্তৃত দূর প্রসারী-ঐতিহ্যে নিষ্ঠা বিশ্বাস জনিত প্রশান্তি এবং ধীরতা।

গোবিন্দদাস সাধারণত অভিসারের কবি বলেই বিখ্যাত। তাঁর অভিসারের একটি পদ এই—

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।
তহিঁ অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল।।
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনী-পার।। (গোবিন্দদাস ১৫০)।

এই কবিতাংশে মানস-সুরধুনী'র অপর-তীরবর্তী হরি-সম্মিলনের একটি সাধন-গত ইঙ্গিত রয়েছে। তা ছাড়া সমগ্র পশ্চাতে কবি-চেতনার যে অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি সক্রিয় হয়েছিল, তার চিত্রটি পাই ভণিতাংশে। যে বাণ ছুড়ে দেওয়া হয়েছে,-তাকে কি করে ফিরিয়ে আনা চলে-সে যেমন নির্বার,-তেমনি নির্বোধ। কেবল রাধারই নয়,-চৈতন্যোত্তর প্রেম সাধকেরও এই হৃদয়ার্তির তৃপ্তি নেই,—সমাপ্তি নেই। তাই, অভিসার লগ্নের বিশেষিত ক্ষণটির সীমান্তেও গোবিন্দদাসের রাধার কৃচ্ছতাপূর্ণ অভিসার-সাধনার আর বিরাম নেই।—

কন্টকগাড়ি কমল সম-পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।
মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ- গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি।। (গোবিন্দদাস ১৫০)।

সমস্ত চিত্রটির পেছনে চৈতন্য-যুগের প্রেমার্তি ও সাধন বেদনার ঐতিহ্য যেন প্রমূর্ত হয়ে আছে। তাই অত বেদনার, অত সাধনার পরে যে মিলন, তাতে কোনো চাপল্য নেই, নেই কোনো উল্লাস। কেবল রয়েছে পরম মিলনের অক্ষয় তৃপ্তি।

গোবিন্দদাস চৈতন্যোত্তর সাধক করি। সাধন ঐতিহ্যের প্রাণবান রূপকার হিসেবেই তিনি চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি।